প্রথম আলো

18 AUG 2026

ভারতের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানাবে বাংলাদেশ

ঢাকায় ভারতের ব্যবসায়ী দল

উভয় দেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ এবং শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করার বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানান বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতারা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে ভারতের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) উচ্চপর্যায়ের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল গতকাল সোমবার ঢাকা সফরে এসেছে। তিন দিনের এ সফরে প্রতিনিধিদলটি আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির ও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করবে।

বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতারা জানান, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ করার বিষয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন শিল্প খাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হবে।

১৮ সদস্যের ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সিআইআইয়ের মহাপরিচালক চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি। প্রতিনিধিদলে আরও আছেন গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজের গ্রুপ প্রেসিডেন্ট রাকেশ স্বামী, ভারত বায়োটেক ইন্টারন্যাশনালের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সুচিত্রা কে এল্লা, দ্য ইনফ্রাভিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা ট্রাস্টি বিনায়ক চ্যাটার্জি, অরবিন্দ লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পরম শাহ, এলএমডব্লিউ গ্লোবালের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা পি জে রাজেশ, মাহিন্দ্রা গ্রুপের আঞ্চলিক প্রধান রাজেশ গুপ্ত, গোদরেজ কনজ্যুমার প্রোডাক্টসের দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান কৃষ্ণা খাটোওয়ানি, ফোর্বস মার্শালের গ্রুপ হেড (ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনস) দীপক শর্মা, অ্যাপোলো হসপিটালসের গ্রুপ হেড (ইন্টারন্যাশনাল অপারেশনস) এম এস গুরু প্রসাদ প্রমুখ।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, সফরে উভয় দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্প সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধাসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সমাধান ও সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও অংশীদারত্ব গড়ে তোলায় গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের বৈঠক হবে। পরে বেলা একটায় রাজধানীর মতিঝিলে ফেডারেশন ভবনে এফবিসিসিআই আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ সভায় অংশ নেবে প্রতিনিধিদলটি। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বছরে প্রায় ১২ বিলিয়ন বা ১ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারত থেকে বাংলাদেশ ১০ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, যা আগের অর্থবছরের ১১ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৭ দশমিক ৮২ শতাংশ কম। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করেছে ১ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য, যা আগের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ২ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১১ দশমিক ২২ শতাংশ কম। চীনের পর ভারত থেকেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশ।

> **সম্ভাবনাময় খাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হবে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়াতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়িয়ে ভুল-বোঝাবুঝি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার ওপরও জোর দেওয়া হবে।**
>
> **ফজলুল হক**, প্রশাসক, এফবিসিসিআই

দুই দেশের বাণিজ্যে টানাপোড়েনের মধ্যেই ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশ সফর করছে। গত বছরের এপ্রিলে ভারত থেকে বাংলাদেশ স্থলবন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ করে। এরপর বাংলাদেশি পণ্যে তিন দফায় বিধিনিষেধ আরোপ করে ভারত। ১৭ মে ও ২৭ জুন পোশাক, খাদ্যপণ্য, পাটপণ্য, তুলা-সুতার বর্জ্য, প্লাস্টিক পণ্য ও কাঠের আসবাবে বিধিনিষেধ দেওয়া হয়। পরে ১১ আগস্ট আরও কিছু পাটপণ্যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশের পাটপণ্য আমদানিতে প্রতিকারমূলক শুল্ক আরোপের বিষয়ে তদন্ত শুরু করে ভারত।

বিধিনিষেধের কারণে পাট ও পোশাকপণ্য স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে রপ্তানি করা যাচ্ছে না। এসব পণ্য শুধু ভারতের মুম্বাইয়ের নভোসেবা বন্দর দিয়ে রপ্তানি করতে হয়। খাদ্যপণ্য ও কোমল পানীয়, কাঠের আসবাব, তুলা-সুতার বর্জ্য এবং প্লাস্টিক পণ্য বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি করা যাচ্ছে।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গত রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, এই বিধিনিষেধে স্থলবন্দর দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানি হচ্ছে না। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে স্থলবন্দর খুলে দিতে ভারতের ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হবে। একই সঙ্গে কৃত্রিম তন্তু বা ম্যান মেড ফাইবারের (এমএমএফ) সুতা ও কাপড় উৎপাদনে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হবে।

এফবিসিসিআই সূত্র জানায়, আজকের মধ্যাহ্নভোজ সভায় ফেডারেশনের সহায়ক কমিটির ১৬ সদস্যের পাশাপাশি বৈষম্যবিরোধী সংস্কার পরিষদের নেতা, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসা রয়েছে, এমন ব্যবসায়ীরা উপস্থিত থাকবেন।

এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক ফজলুল হক গত রাতে *প্রথম আলো*কে বলেন, ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বাড়াতে শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূর করে বাণিজ্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি সম্ভাবনাময় খাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হবে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বাড়াতে ব্যবসায়ী পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়িয়ে ভুল-বোঝাবুঝি ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার ওপরও জোর দেওয়া হবে।

সমকাল
18 AUG 2026

বিমানবন্দরে দ্রুত ওয়্যারহাউস নির্মাণের তাগিদ বাণিজ্যমন্ত্রীর

সমকাল প্রতিবেদক

কার্গো হ্যান্ডলিং নিয়ে অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

দেশের বিমানবন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে দ্রুত ওয়্যারহাউস নির্মাণের তাগিদ দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেছেন, আধুনিক কার্গো ব্যবস্থাপনা এবং সবুজ উৎপাদন ব্যবস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে বিমানবন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ও ওয়্যারহাউস নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী এসব নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় আটকে না রেখে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করে দেওয়া হলে কাস্টমস সেখানে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা বাড়াতে অবকাঠামোগত সমস্যার দ্রুত সমাধান জরুরি। এ জন্য প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধিকে যুক্ত করে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। অস্থায়ী ওয়্যারহাউসের জন্য জায়গা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে ভাড়া বা অন্য উপায়ে জায়গা নেওয়ার সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়ার নির্দেশও দেন।

সভায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে আরও নিরাপদ, আধুনিক ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের কাজ চলছে। দীর্ঘদিনের কারিগরি ও অবকাঠামোগত সমস্যা দ্রুত সমাধান এখন অগ্রাধিকার।

নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে এমওইউ

বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং নেদারল্যান্ডসের অর্থনৈতিক বিষয় ও জলবায়ু নীতি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সার্কুলার অর্থনীতিতে সহযোগিতা বিষয়ে গতকাল সোমবার একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এবং নেদারল্যান্ডসের পক্ষে সে দেশের জলবায়ু ও সবুজ প্রবৃদ্ধিবিষয়কমন্ত্রী স্টিন্টিয়ে ভ্যান ভেল্ডহোভেন ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে এমইউতে স্বাক্ষর করেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সার্কুলার অর্থনীতি শুধু পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয় নয়; এটি রপ্তানি খাতের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, টেকসই বিনিয়োগ ও সবুজ কর্মসংস্থানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। এলডিসি উত্তরণের প্রেক্ষাপটে পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিযোগিতা আরও শক্তিশালী করবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল
18 AUG 2026

বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করতে চায় ভারত

সমকাল প্রতিবেদক

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভারতের উচ্চপর্যায়ের একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল দুই দিনের সফরে ঢাকায় এসেছে। গতকাল সোমবার ঢাকায় আসা ১৮ সদস্যের প্রতিনিধি দলটি আজ মঙ্গলবার অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরসহ সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বৈঠক করবে।

দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর আজ দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের নেতাদের সঙ্গে তাদের বৈঠক হবে। এফবিসিসিআই সভাকক্ষে বৈঠক শেষে যৌথ প্রেস ব্রিফিং করা হবে। এতে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. ফজলুল হক এবং চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি বৈঠকের বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন।

প্রতিনিধি দলের এ সফর এমন সময়ে হচ্ছে, যখন বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন রয়েছে। সমুদ্র ও স্থলবন্দর ব্যবহারে ভারতের বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে দুই দেশের বাণিজ্য কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে। এছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফরের আগে 'অনুকূল পরিবেশ' তৈরিতে ঢাকা থেকে কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে।

ভারতের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) সঙ্গেও বৈঠক করবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গেও তাদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) মহাপরিচালক চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি। এতে বিভিন্ন খাতের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা রয়েছেন। সফরের আগে চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এলডিসি থেকে উত্তরণের পর শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হারানোর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এফটিএ, সিইপিএ ও ইপিএ করার উদ্যোগ জোরদার করেছে বাংলাদেশ। আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে গত ৬ ফেব্রুয়ারি জাপানের সঙ্গে ইপিএ স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সিইপিএ নিয়ে দরকষাকষিও শেষ হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশের প্রস্তাবিত কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সিইপিএ) নিয়ে আলোচনা অনেক দূর এগোলেও ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তা থমকে যায়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, বর্তমান প্রতিনিধি দলটি সরকারি নয়। ফলে চুক্তি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ সীমিত। তবে বাংলাদেশ অন্য দেশগুলোর সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করতে শুরু করায় ভারতের ব্যবসায়ীরা বিষয়টি সামনে আনতে পারেন। একই সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিষয়ও আলোচনায় আসতে পারে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
18 AUG 2026

দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী আমিরাতের প্রবাসী ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) বসবাসরত বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা।

দেশে বৈদেশিক রেমিট্যান্স পাঠানোয় শীর্ষ পাঁচ দেশের একটি আরব আমিরাতের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা বলেন, 'প্রবাসীরা শুধু রেমিট্যান্সের উৎস নন, তারা বাংলাদেশের অর্থনীতির অংশীদার, বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সহযোগী। ১ হাজার কোটি টাকার সম্ভাব্য বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে দেশে নতুন শিল্প, কর্মসংস্থান, রফতানি ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ তৈরি হবে।'

গতকাল ঢাকার পল্টন টাওয়ারে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সিআইপি-বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এসব তথ্য জানান। প্রস্তাবিত বিনিয়োগের প্রধান খাতগুলো হলো—ডিজিটাল ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ইসলামিক ব্যাংকিং, ড্রাই ফুড প্রসেসিং ও প্যাকেজিং, ই-রেন্টাল সেবা, সোলার প্যানেল ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পর্যটন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। ব্যবসায়ীদের মতে, সরকার যদি সহজ অনুমোদন প্রক্রিয়া, জমি বা লিজ সুবিধা, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বিনিয়োগ সুরক্ষা এবং ওয়ান-স্টপ সেবা নিশ্চিত করে, তবে এ বিনিয়োগ দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা

18 AUG 2026

ঢাকায় ভারতের ১৪ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা আরো জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকায় এসেছে ভারতের কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) ১৪ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল। ১৭-১৯ আগস্ট বাংলাদেশ সফর করছে প্রতিনিধি দলটি।

গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন।

সিআইআইয়ের মহাপরিচালক চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ভারতের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ী নেতারা রয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে ভারত বায়োটেক, ইনফ্রাভিশন ফাউন্ডেশন, গোদরেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, অরবিন্দ লিমিটেড, এলএমডব্লিউ গ্লোবাল, মাহিন্দ্রা গ্রুপ, লারসেন অ্যান্ড টুব্রো (এলঅ্যান্ডটি), ফোর্বস মার্শাল, নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড, অ্যাপোলো হসপিটালস ও ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন। সিআইআই সচিবালয়ের কর্মকর্তারাও প্রতিনিধি দলে রয়েছেন।

সফরকালে প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ সরকারের জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবে। এর মধ্যে রয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম।

এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ জোরদার, ব্যবসায়ী পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান নিয়ে মতবিনিময় হবে। একই সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় এবং সহযোগিতার উদীয়মান ক্ষেত্র নিয়েও আলোচনা হবে।

সফরকালে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সঙ্গে একটি মধ্যাহ্নভোজ সভায়ও অংশ নেবে সিআইআই প্রতিনিধি দল। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী আবদুল আওয়াল মিন্টু। সভায় বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্প খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন ভারতের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো জোরদার এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্প সহযোগিতা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অনুসন্ধানই এ সফরের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে দুই দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং নতুন অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরির বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হবে।

ঢাকা।

কালবেলা
18 AUG 2026

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে এফবিসিসিআইর আহ্বান

কালবেলা প্রতিবেদক »

বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ও যৌথ বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছে দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)। গতকাল সোমবার বিকেলে সংগঠনটির মতিঝিল কার্যালয়ে চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের (সিসিপিআইটি) একটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ আহ্বান জানান এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. ফজলুল হক।

সভায় ফজলুল হক বলেন, বিশ্বজুড়ে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও চীন থেকে বিপুল পরিমাণে পণ্য আমদানি করে থাকে। বর্তমানে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি হলেও সেখানে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতিতে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে বছরে ১ বিলিয়ন ডলারেরও কম মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয় দেশটিতে। সভায় চীনের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ঔষধ এবং এপিআই শিল্প, নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাতে যৌথ বিনিয়োগের আহ্বান জানান বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

কালবেলা

18 AUG 2026

অর্থবছরের সময়কাল এখন ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

অর্থবছরের সময়কাল পরিবর্তন করেছে সরকার। এতদিন বাংলাদেশে অর্থবছর ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হিসাব করা হচ্ছিল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরকে ট্রানজিশনাল অর্থবছর হিসেবে বিবেচনা করে ৯ মাসে অর্থবছর (জুলাই-মার্চ) শেষ করা এবং এরপর ২০২৮-২৯ অর্থবছর থেকে নতুন অর্থবছর (এপ্রিল-মার্চ) অনুযায়ী সরকারের সব কার্যক্রম শুরু করা হবে।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

পরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশে অর্থবছর ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হিসাব করা হয়। এর ফলে জুলাই-আগস্ট মাসে অর্থাৎ বর্ষাকালে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান থাকে। ফলে বর্ষার কারণে একদিকে কাজ দীর্ঘায়িত হয়, কাজের গুণগত মানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া ব্যাপক জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। এপ্রিল-মার্চ সময়কে অর্থবছর হিসেবে ব্যবহার করা হলে বর্ষার আগেই অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ জন্য ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ অর্থবছর নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ

▸▸ এরপর পৃষ্ঠা ১১ ▸ কলাম ৩

▸▸ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, লেজিসলেটিভ বিভাগ, অর্থ বিভাগসহ উপযুক্ত অংশীজন সমন্বয়ে একটি কমিটি পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান, জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। এ ছাড়া অর্থবছর পরিবর্তনের সঙ্গে সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যুক্ত বিভিন্ন সিস্টেমে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন আনতে হবে।

আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরকে ট্রানজিশনাল অর্থবছর হিসেবে বিবেচনা করে ৯ মাসে অর্থবছর (জুলাই-মার্চ) শেষ করা এবং এরপর ২০২৮-২৯ অর্থবছর হতে নতুন অর্থবছর (এপ্রিল-মার্চ) অনুযায়ী সরকারের সব কার্যক্রম শুরু করা হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

The Financial Express
18 AUG 2026

Indian biz delegation now in Dhaka with wide agenda

Easing cross-border trade restrictions among issues of discussion

FE REPORT

A high-powered Indian business delegation is now here to discuss with government high-ups and business leaders commercial issues that include restrictions on cross-border trade amid diplomatic tensions.

Chandrajit Banerjee, director-general of the Confederation of Indian Industry (CII), is leading the 18-member delegation representing 14 business groups.

Among the 18 members are Rakesh Swamy, group president of Godrej Industries, Suchitra K Ella, co-founder and managing director of Bharat Biotech International Ltd, Binayak Chatterjee, founder and managing trustee of The Infravision, Param Shah, chief executive officer of Arvind Ltd, P J Rajesh, chief operating officer of LMW Global, Rajesh Gupta, regional head of Mahindra Group, Krishna Khatowani, South Asia head of Godrej Consumer Products, Deepak Sharma, group head (international operations) of Forbes Marshall, and M S Guru Prasad, group head (international operations) of Apollo Hospitals.

The two-day visit from Monday happens to come amid strained political and trade ties between the two neighbouring countries since the political changeover in Bangladesh, with bilateral trade and commerce disrupted by restrictions on the use of each other's ports.

The meetings are expected to further strengthen the longstanding economic and commercial engagement between Bangladesh and India and to explore opportunities for expanding bilateral trade, investment and industrial cooperation.

Discussions during the visit will also focus on addressing issues of mutual interest and mutual benefit, identifying emerging areas of cooperation, and facilitating greater engagement between businesses of the two countries.

The delegation is scheduled to meet today (Tuesday) senior members of the government of Bangladesh, including Amir Khosru Mahmud Chowdhury,

> Biz relations face fresh strains as India imposes anti-dumping duties, non-tariff barriers on key Bangladeshi exports

Minister of Finance and Planning, Khandakar Abdul Muktadir, Minister of Commerce, and Shama Obaed Islam, State Minister for Foreign Affairs.

It will also attend a Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) luncheon and hold discussion with the Bangladesh Investment Development Authority (BIDA).

The luncheon will be graced by Abdul Awal Mintoo, Minister for Environment, Forest and Climate Change, as chief guest.

During the luncheon, the delegation will interact with leading Bangladeshi businesses and industry representatives.

Also, the delegation may meet Prime Minister Tarique Rahman today (Tuesday) before leaving Dhaka on Wednesday morning, sources said.

The visit is being seen as significant as Bangladesh seeks foreign investment and jobs. "Businesses in both countries seek to sustain commercial ties," a commerce official said.

A senior official of commerce ministry said bilateral trade relations between Bangladesh and India were facing fresh strains as New Delhi imposed anti-dumping duties and non-tariff barriers on key Bangladeshi exports.

"The restrictive measures targeted jute goods and land-port apparel shipments," he added.

"The visit will focus on job creation, market access, non-tariff barriers, trade facilitation and investment, with Bangladesh also seeking greater Indian investment," he told the FE.

Meanwhile, uncertainty looms over Prime Minister Tarique Rahman's possible New Delhi visit following an invitation from Indian Prime Minister Narendra Modi.

Trade restrictions and lingering political tensions have further strained ties between the two next-door neighbours. India has barred Bangladeshi goods from transiting through its airports, while Bangladesh has restricted Indian yarn import through land ports.

The Indian business delegation visit to Bangladesh is maiden since the fall of the Sheikh Hasina government in the August-2024 uprising.

Bilateral trade between Bangladesh and India currently stands at more than US$12.70 billion by official count, with Bangladesh's exports to India accounting for only about $1.76 billion.

Bangladesh's trade deficit with India widened to $9.21 billion in the fiscal Year (FY) 2025-26 from $7.86 billion a year earlier, according to data from the National Board of Revenue (NBR).

Total bilateral trade rose to $12.72 billion in FY26 from $11.39 billion in FY25, driven mainly by higher imports from India.

Bangladesh's imports from India increased to $10.96 billion in FY26 from $9.62 billion, while exports edged down to $1.76 billion from $1.77 billion.

Bilateral trade peaked at $15.68 billion in FY2021-22, when Bangladesh's imports from India reached $13.69 billion. The trade deficit also hit a five-year high of $11.70 billion that year.

The deficit narrowed to $7.72 billion in FY2022-23 and further to $7.43 billion in FY2023-24 before widening again in the following two fiscal years.

Bangladesh's exports to India also peaked at $1.99 billion in FY2021-22 but remained below $1.8 billion in each of the subsequent four fiscal years in a climb-down.

rezamumu@gmail.com

The Financial Express
18 AUG 2026

CIRCULAR ECONOMY

Bangladesh inks MoU with Netherlands

FE REPORT

Bangladesh has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Netherlands on cooperation in the field of circular economy to make the former's readymade garment (RMG) and textile sector more sustainable, eco-friendly, and globally competitive, according to a press statement.

The agreement was signed on Monday at a ceremony held at the Ministry of Commerce (MoC) in Dhaka.

Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir and Dutch Minister for Climate and Green Growth Stientje van Veldhoven-van der Meer signed the MoU virtually on behalf of their respective countries.

The initiative aims to promote efficient resource use, waste reduction, recyclable production systems and green industrialisation within the textile value chain.

Speaking at the signing event, Commerce Minister Muktadir said transitioning to a circular economy is crucial not only for environmental preservation but also for enhancing the long-term export competitiveness of Bangladesh, creating green jobs, and meeting evolving international market demands. As Bangladesh transitions from LDC status, adopting sustainable production practices and international standards will further strengthen its global trade position.

Dutch Minister Stientje van Veldhoven emphasised that no single country can achieve a circular transition alone, highlighting the necessity of international cooperation and integrated initiatives across the entire supply chain.

rezamumu@gmail.com

The Business Standard

18 AUG 2026

Indian business delegation in Dhaka, first since August 2024

TRADE – BANGLADESH

TBS REPORT

An 18-member Indian business delegation representing 14 major conglomerates will meet ministers and senior Bangladeshi officials today during a three-day visit aimed at strengthening bilateral trade, investment and economic cooperation.

The delegation, led by Chandrajit Banerjee, director general of the Confederation of Indian Industry (CII), arrived in Dhaka yesterday and is scheduled to meet Finance Minister Amir Khosru I SEE PAGE 6 COL 1

CONTINUED FROM PAGE 1

Mahmud Chowdhury and Commerce and Industries Minister Khandaker Abdul Muktadir today.

It will also hold talks with the Bangladesh Investment Development Authority and attend a luncheon hosted by the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry.

There is also a possibility that the delegation will meet Prime Minister Tarique Rahman before leaving Dhaka on Wednesday morning, according to sources.

Among the delegates are Rakesh Swamy, group president of Godrej Industries; Suchitra K Ella, co-founder and managing director of Bharat Biotech International Limited; and Binayak Chatterjee, founder and managing trustee of The Infravision.

The meetings will focus on strengthening bilateral trade and investment, expanding business-to-business ties, addressing issues of mutual interest and identifying new areas of economic cooperation.

The delegation will also interact with leading Bangladeshi businesses and industry representatives at the FBCCI luncheon, where Environment, Forest and Climate Change Minister Abdul Awal Mintoo will be the chief guest.

Bangladeshi business leaders said this is the first Indian business delegation to visit Bangladesh since the ouster of the Sheikh Hasina government on 5 August 2024.

The visit comes amid continued political and trade tensions between the two neighbours. Bilateral trade has been disrupted by restrictions on the use of each other's ports. India has barred Bangladeshi exports through its airports, while Bangladesh has restricted imports of Indian yarn through land ports.

ঢাকা।

The Daily Star

~~1.0 7.00 2026~~

18 AUG 2026

Bangladesh, Netherlands team up to make RMG more sustainable

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh yesterday signed a memorandum of understanding (MoU) with the Netherlands on cooperation in the field of the circular economy, aiming to make the country's readymade garment and textile sectors more sustainable, environment-friendly and competitive in global markets.

Through this agreement, the two countries will expand cooperation in efficient resource use across the textile value chain, waste reduction, recyclable production systems and green industrialisation, according to a statement from the commerce ministry.

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir signed the deal at the commerce ministry along with Dutch Minister of Climate and Green Growth Stientje van Veldhoven-van der Meer.

After signing the agreement, Muktadir said adopting sustainable production systems and circular approaches in the global textile industry has now become a necessity.

ঢাকা।

The Business
AUG

Suits worth $98m exported to int'l markets from Adamjee EPZ yearly

EXPORT – BANGLADESH

JAHIR RAYHAN

Universal Menswear Ltd, one of South Asia's largest suit manufacturing facilities, has been operating at the Adamjee Export Processing Zone in Narayanganj and producing nearly five million pieces of men's clothing annually for international markets.

The Romania-Bangladesh joint venture manufactures tailored suits, blazers, formal trousers, waistcoats and jackets for global brands and retailers.

The company has invested $45.91 million in the facility and exported garments worth $97.88 million in the 2025-26 fiscal year. The authority said their export income stands at nearly $98 million a year.

The factory currently employs 8,194 people, including 8,160 Bangladeshis and 34 foreign workers.

During a recent visit, a TBS reporter found workers busy across the production floor, cutting and stitching fabric, ironing blazers, folding finished garments and preparing them for shipment.

"As one of the largest suit factories in South Asia, we manufacture men's suits, blazers and trousers for various international brands," said Md Billal Hossain, senior general manager (Admin, HR and Compliance) at Universal Menswear.

The factory began production and exports in 2012 after importing modern machinery and technology from Romania. It now has around 535,000 square feet of floor space and modern cutting, sewing, pressing, finishing and packaging facilities.

The factory can produce around 500,000 pieces of trousers, blazers and other men's garments a month, or about five million pieces a year, Billal said.

Its buyers include H&M, Zara Man, Zara Kids, Marks & Spencer, C&A, Primark, ASOS, Jack & Jones, Ben Sherman, Moss Bros Group, Dunnes Stores, Cubus, Haggar Clothing, Dobell and Peerless Clothing International.

Most raw materials are imported, while only a limited number of items, such as packaging cartons, are sourced locally.

Md Abdur Rahman Bhuiyan, executive director of Adamjee EPZ, told this newspaper, "We have ensured uninterrupted supplies of gas, electricity and water for investors. As a result, investors are showing strong interest in investing here. In FY26, 47 enterprises in Adamjee EPZ exported goods worth $1.179 billion. With the 10 factories currently under construction coming into production, annual exports could potentially reach $1.5 billion."

I SEE PAGE 4 COL 3

A worker irons a suit made for export at Universal Menswear in Narayanganj's Adamjee Export Processing Zone. The photo was taken recently.

PHOTO: RAJIB DHAR

More than just w

Surabhi, who has
ry for around thre
with the working
environment here
our leave on time

Mohammad Ba
ry after completi
tion, works in bla
is Tk14,900, while
a month includin

For some emp
provided opportun

Jannatul Ferd
receptionist after
ary education. W
she completed
while continuing
and annual incre

After graduati
tory last month a

"For these fiv
vided me with s
tion. After comp
last month, but t
chandiser," she s

LEED Gold cert

The factory has r
tion from the US
its environment
tem and also has

Billal said un
and other utility
major advantag

The EPZ auth
ing systems also

The Business Standard 18 AUG 2026

orth $98m exported to int'l markets from Adamjee EPZ yearly

A worker irons a suit made for export at Universal Menswear in Narayanganj's Adamjee Export Processing Zone. The photo was taken recently.

PHOTO: RAJIB DHAR

pace and modern cutting, sewing, pressing, finishing and packaging facilities.

The factory can produce around oo,000 pieces of trousers, blazers nd other men's garments a month, r about five million pieces a year, illal said.

Its buyers include H&M, Zara lan, Zara Kids, Marks & Spenr, C&A, Primark, ASOS, Jack & Jones, Ben Sherman, Moss Bros Group, Dunnes Stores, Cubus, Haggar Clothing, Dobell and Peerless Clothing International.

Most raw materials are imported, while only a limited number of items, such as packaging cartons, are sourced locally.

Md Abdur Rahman Bhuiyan, executive director of Adamjee EPZ, told this newspaper, "We have ensured uninterrupted supplies of gas, electricity and water for investors. As a result, investors are showing strong interest in investing here. In FY26, 47 enterprises in Adamjee EPZ exported goods worth $1.179 billion. With the 10 factories currently under construction coming into production, annual exports could potentially reach $1.5 billion."

I SEE PAGE 4 COL 3

More than just workplace

Surabhi, who has been working at the factory for around three years, said she is satisfied with the working environment. "The working environment here is good. We also receive our leave on time."

Mohammad Baizid, who joined the factory after completing higher secondary education, works in blazer ironing. His basic salary is Tk14,900, while he earns around Tk23,000 a month including overtime.

For some employees, the factory has also provided opportunities for career development.

Jannatul Ferdous joined the facility as a receptionist after completing higher secondary education. With the company's support, she completed her university education while continuing to receive salary, benefits and annual increments.

After graduating, she returned to the factory last month as an assistant merchandiser.

"For these five years, the company provided me with salary, benefits and promotion. After completing my studies, I returned last month, but this time as an assistant merchandiser," she said.

LEED Gold certification, solar power

The factory has received LEED Gold certification from the US Green Building Council for its environmentally friendly production system and also has a solar power facility.

Billal said uninterrupted electricity, water and other utility services at Adamjee EPZ are major advantages for factory operations.

The EPZ authority's security and monitoring systems also support investors, he added.